ইবিতে রমরমা নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ : বঞ্চিত যোগ্যরা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক,কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে রমরমা অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ প্রত্যাশীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে মোটা অংকের টাকা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেতে যাচ্ছে কম মেধা সম্পন্ন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। জানা গেছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার পর থেকে ক্যাম্পাসে নিয়োগ নিয়ে ১৪শ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে শিক্ষক, কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেতে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের ও ছাত্রলীগের কাছ ধরনা দিচ্ছে। আর এই বহু সুযোগটি কাজে লাগিয়ে রমরমা অর্থ বাণিজ্যে গা ভাসিয়ে নিয়েছে তারা।

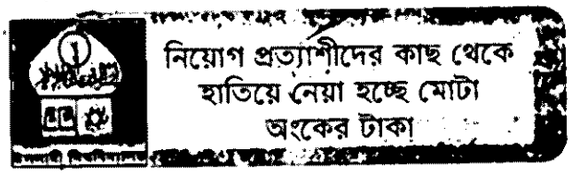

খোঁজ নিয়ে জানাগেছে নিয়োগ নিয়ে বাণিজ্যের এই ভয়াবহ চিত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের প্রাথমিক কার্যক্রম (স্ক্রিনিংশান বোর্ড) ইতিমধ্যে শেষ হতে চলেছে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাকিং বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে এই বিভাগের শিক্ষক আজাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে। চাকরি দেওয়ার কথা বলে তিনি এক প্রার্থীর কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা নিয়েছে বলে লিখিত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি দরখাস্ত নিয়েছেন চাকরি প্রত্যাশি এই ব্যক্তি। লিখিত অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, চাকরি দেওয়ার কথা বলে তার কাছ থেকে ৫লক্ষ টাকা নেয়। একই অবস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে। এই বিভাগে মোটা অংকের অর্থ লেনদেন হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানিয়েছেন বিভাগটির শিক্ষকরা। বিভাগের শিক্ষকরা অভিযোগ করে বলেন, বাংলা বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে কম মেধাবীদের কে স্ক্রিনিংশান বোর্ডে নির্ধারণ করা হয়েছে বলে আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি। ইবির বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ২টি শূন্য পদের বিপরীতে ৪জনকে স্ক্রিনিংশান বোর্ডে নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও একই অবস্থা। টাকার বিনিময় মেধাবীদেরকে বাদ দিয়ে অনার্স এবং মাস্টার্সে ২য় শ্রেণী পাওয়া প্রার্থীকেও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এই বিভাগে।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের চলছে রমরমা অর্থের বাণিজ্য। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নাম ভাঙিয়ে চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে লাক্ষ লাক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে কতিপয় ছাত্রনেতা। কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পদন্নতির ক্ষেত্রেও টাকার ছড়া ছড়ি। এ ক্ষেত্রে দলীয় আদর্শের তোয়াক্কা না করে কাড়ি-কাড়ি টাকার বিনিময়ে হাটছে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের একাধিক নেতা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইবির লাইব্রেরিতে কর্মরত এক কর্মচারি বলেন, পদন্নতীর আশায় ছাত্রলীগের এক নেতাকে টাকা দিয়েছি মনে হচ্ছে কাজটি হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল সংকটের অজুহাত দেখিয়ে নিয়োগ দেওয়ার প্রবৃতি সম্পন্ন করতে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মতামত ছাড়া বিগত সিন্ডিকেট ৪লোতে নিয়োগ পাওয়া ১১৮ জন শিক্ষক,কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ভাতা দিচ্ছে না সরকার। তাদের মাসিক বেতন ভাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ফান্ড ও মাদরাসার শাখা থেকে বহন করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার মসলেহ উদ্দিন বলেন, ১১৮ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন ভাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ফান্ড ও মাদরাসার টাকা থেকে দেওয়া হচ্ছে,এটা সত্য।